যায়যায়দিন

তারিখ AUG 03 2006

শিক্ষক নেতারা অসৌজন্যের অভিযোগ আনলেন শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে

রাজনৈতিক বক্তব্য রাখায় শিক্ষামন্ত্রী চলে গেছেন : প্রতিমন্ত্রী

যাযাদি রিপোর্ট

আলোচনায় ডেকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি মোর্চার সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সিনিয়র শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল বুধবার এক প্রেস কনফারেন্সে এ অভিযোগ করেছেন।

দীর্ঘ সময় নিয়ে সরকার বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে নিষ্ফল আলোচনা চালানোয় শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। গতকাল এ আলোচনা শেষ হয়েছে। সরকারের প্রতিনিধিরা এখন আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তবে এর মধ্যে আরো একবার আন্দোলনরত সব শিক্ষক প্রতিনিধিকে এক টেবিলে নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সরকারপক্ষের একজন প্রতিনিধি জানিয়েছেন।

গতকাল প্রেস কনফারেন্সে শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতা কাজী ফারুক জানান, তথ্য উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম পিন্টুর আমন্ত্রণে মঙ্গলবার রাতে ফ্রন্টের ২১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর দফতরে চলমান ধর্মঘট নিয়ে আলোচনায় বসে। এতে শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পৃ২ >> ক১

শিক্ষক নেতারা অসৌজন্যের অভিযোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সচিব হ্যারিছ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শুরুতেই শিক্ষামন্ত্রী ব্যস্ততার উছিলা দেখিয়ে ফ্রন্ট নেতাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলেন। ফ্রন্ট নেতারা তাদের বক্তব্য শুরু করলে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। তিনি শিক্ষকদের এ সংক্রান্ত বক্তব্য তখনই প্রত্যাহার করতে বলেন, অন্যথায় আলোচনা হবে না বলেও শিক্ষকদের জানিয়ে দেন।

ফ্রন্ট নেতারা এ সময় মন্ত্রীকে বলেন, সরকার ক্ষমতায় আসার পরই শিক্ষকরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য সরকারকে রক্তে লেখা স্মারকলিপি দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের টনক নড়েনি। এখন ধর্মঘট ডাকায় সরকার কেবল আলোচনা শুরু করেছে। এ সময় মন্ত্রী আলোচনায় বসে সময় নষ্ট করতে রাজি নন বলে কক্ষ ছেড়ে চলে যান বলে প্রেস কনফারেন্সে জানানো হয়। শিক্ষক নেতারা আরো অভিযোগ করেন, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের হুমকি দিয়ে বলেছেন- 'অপেক্ষা মন্ত্রীর অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ফ্রন্ট কার্যালয়ে আয়োজিত গতকালের প্রেস কনফারেন্স থেকে শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নতুন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ বৃহস্পতিবার দেশের সব জেলা সদরে শিক্ষামন্ত্রীর অসম্মানজনক আচরণের প্রতিবাদে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, ৫ ও ৬ আগস্ট ঢাকাসহ সব জেলায় প্রতিনিধি সভা, সমাবেশ ও বিক্ষোভ, ৮ আগস্ট বিভাগীয় সমাবেশ, ২২ আগস্ট ঢাকায় মহাসমাবেশ এবং ২৩ আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল।

ফ্রন্টের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনায় উপস্থিত তথ্য উপমন্ত্রীর সঙ্গে গতকাল রাতে যোগাযোগ করা হলে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, ফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনার শুরুতে তাদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলে তারা শিক্ষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উপস্থাপন না করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে থাকেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের দাবির কথা বলতে এসে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে হলে পল্টন বা মুক্তাঙ্গনে যান। এখানে এ